MAR. 25 2002

ভোরের কাগজ

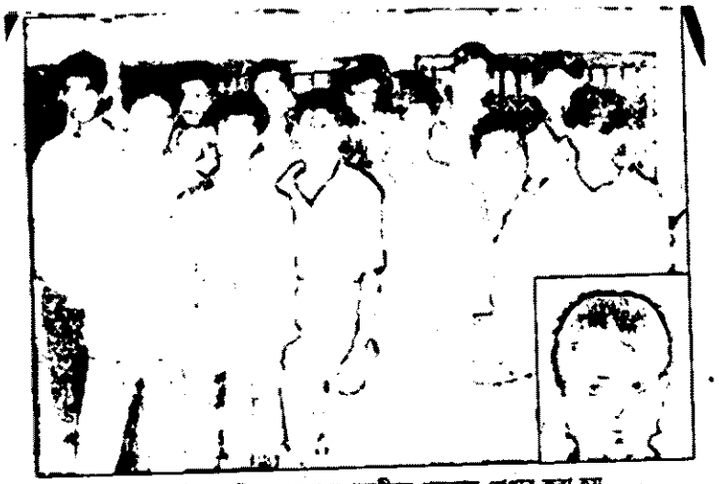



স্কুল ছাত্র ইরানের (ইনসেটে) ১২ অপহরণকারীকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়

# স্কুলছাত্রকে অপহরণের ৫ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৭

কাগজ প্রতিবেদক : অপহরণের ৫ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা ও মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ গত শনিবার রাত ১০টায় অপহৃত স্কুল ছাত্র তৌহিদুল ইসলাম ইরামকে (১২) উদ্ধার এবং ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। অপহরণকারীরা ইরামের মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লাখ টাকা দাবি করেছিল।

পুলিশ জানায়, শনিবার বিকালে মোহাম্মদপুর থানার আগারগাঁও এলাকায় বাসার সামনে থেকে ইরামকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ধানমন্ডির একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ইরামকে অপহরণের পর অপহরণকারীরা ইরামের ব্যবসায়ী বাবা জহুরুল ইসলামের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে টাকা নিয়ে শ্যামলী সিনেমা হলের পেছনে পার্কে আসতে বলে।

তা না হলে ইরামকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। জহুরুল ইসলাম বিষয়টি গোয়েন্দা ও মোহাম্মদপুর থানা পুলিশকে জানান। পুলিশ জহুরুল ইসলামকে অপহরণকারীদের কথা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বলেন। একই সঙ্গে পুলিশ সাদা পোষাকে নির্ধারিত ঐ এলাকায় ওত পেতে থাকে। পুলিশ সূত্র জানায়, অপহরণকারীদের কথা অনুযায়ী পুলিশের এক লোককে লাল গেঞ্জি পরিয়ে হাত ব্রিফকেস দিয়ে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। অপহরণকারী চক্রের সদস্য মইনুদ্দিন ও নান্নু লাল গেঞ্জি পরিহিত ছদ্মবেশী পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তাকে নিয়ে আস্তানায় যেতে চায়। এ সময় ওত পেতে থাকা অন্য পুলিশ সদস্যরা এগিয়ে এসে তাদের ধরে ফেলে। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ কল্যাণপুর সড়ক ও জনপথ স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে থেকে মিজান, শাহাদতকে গ্রেপ্তার করে। এদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ শ্যামলী ২ নম্বর রোডের শহিদের বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এই শহিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ শনিবার রাত ১০টার দিকে শ্যামলী ২ নম্বর রোডের পাশে এক বস্তি থেকে অপহৃত ইরামকে উদ্ধার এবং মনির, শুকুর, মাসুদ, কামাল, পারভেজ, সামসুল ও মুজাহিদ নামে আরো সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। এই বস্তিতে অভিযান চালানোর সময় অপহরণকারী দলের সদস্যরা বেশ কয়েকটি বোমা হামলা চালায়। ফলে দুইজন কনস্টেবল আহত হয়।